রফিকুল ইসলাম গ্রাম: রশিদপুর, সদর জামালপুর। বয়স: ৩৫। তিনি ভবন ধবসে মারা মান। তিন দিন পর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তার স্ত্রী ও দুই পুত্র সন্তান আছে ৪.৫ বছর ও ৭ বছর। বড় ছেলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। স্তী সাভারে অবস্থান করছেন। সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার আশায় তিনি সন্তানদের নিয়ে ষাভারে অছেন। সেখানে তার ভাইয়েরা তাকে সাহায্য করছেন। মোবাইল নং ০১৭৬৪৪৭৩৩২১ যোগাযোগ করা হয়েছে। মরদেহ গ্রহনের সময় তার শাশুরী সকল কাগজ পত্র জামালপুরে নির্য়ে গেছেন। তাদের বিয়ে শুশুর-শাশূরীর অমতে হওয়ায় তাদের সাথে সম্পর্ক ভাল ছিল না। এখন শাশূরী তার খোজ খবর নেন। শাশূরী তাকে জানিয়েছেন যে ইউও নো অফিসে যোগাযোগ করে রফিকুল ইসলামের কাজগ পত্র জমা দেয়া হয়েছে। শুশুর বাড়ির সাথে সম্পর্ক ভাল ছিল না বলেই তিনি সেখানে যেতে ইতঃস্তত করেন। বিদেশী একটি সংস্তা ১৫০০০ টাকা বিকাশে দিয়েছেন। একটি এনজিও এসে তার বাসার সব তথ্য নিয়ে গেছে এবং তার বড় ছেলের লেখাপড়া বাবদ মাসিক হারে টাকা (কত বলতে পারেন নি) দিবেন। ছেলে জম্মদিন উপলক্ষে ৩০০০ টাকা দিয়েছেন। তিনি সিলাইলে কাজ জানেন। সহযোগিতা পেয়ে তিনি সেলাই মেশিন কিনে ছোট করে ব্যবস্যা শুরু করতে চান।

ইতিমধ্যে সরকারের কাছ থেকে ৩০০০০০ টাকা পেয়েছেন এর মধ্যে তার স্বামীর পিতা মাতাকে ১০০০০০ টাকা আর তাকে ২০০০০০ টাকা দেয়া হয়েছে। তিনি ২ লক্ষ টাকা ব্যাংকে রেখে দিয়েছেন ৬ বছরে দিগুন হওয়ার আশায়।

একটি সেলাই মেশিন এর জন্য ১০০০০, একটি দোননে অগ্রীম বাবদ ২০,০০০ টাকা এবং কাপড় ক্রয় করার জন্য প্রাথমিকভাবে ৩০,০০০ টাকা পেলে তিনি কাপড় এবং সেলাই দুটি এক সাথে শুরু করতে পারেন।

তাকে কাপড়ের দোকান বাবদ ৬০ হাজার টাকা প্রদান করা যেতে পারে।